দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ... NOV. 21 1999
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৫

উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় ২৬ লক্ষ শিশু শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত

ঠাকুরগাঁও সংবাদদাতা ॥ ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য থাকিলেও উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় ২৬ লক্ষেরও বেশী শিশু শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। তবে ঠাকুরগাঁও জেলায় স্কুলমুখী হয় নাই এমন শিশুর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।

রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলায় সরকারী ও বেসরকারী ১৬ হাজার ২৯০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও স্যাটেলাইট, কমিউনিটি ও এনজিও পরিচালিত বহু স্কুল রহিয়াছে। গণসাহায্য সংস্থার কার্যক্রম বন্ধ থাকায় তাহাদের পরিচালিত স্কুলও এখন বন্ধ। উত্তরাঞ্চলের সরকারী ও বেসরকারী স্কুলসমূহে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪৫ লক্ষ

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

উত্তরাঞ্চলের ১৬টি

(৩য় পৃঃ পর(

৯৫ হাজার ৩৩০। স্কুলের খাতায় নাম আছে, অথচ স্কুলে যায় না—এমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯ জন। এক জরিপ প্রতিবেদনে দেখা যায়, উত্তরাঞ্চলে ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়সের শিশুর সংখ্যা ৬২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৮০৯ জন। অর্থাৎ ১৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪৭৯ জন শিশুকে স্কুলমুখী করা সম্ভব হয় নাই। খাতায় নাম আছে অথচ স্কুলে যায় না এই ৯ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯ জন শিশুসহ মোট ২৬ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৮৮টি শিশু বর্তমানে শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে।

শিক্ষকদের দ্বারা শিশু জরিপ করানো হইলেও শিশুদের স্কুলে আনার ব্যাপারে কোন প্রচেষ্টা বা দিক-নির্দেশনা নাই। স্কুলে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য উপকরণ ভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি চালুর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৯৫ সালের পর উক্ত পদ্ধতিটি বন্ধ হইয়া যায়। তাছাড়া শিক্ষক সংকট ও স্কুল ভবনসহ পরিবেশ সমস্যাও শিশুদের স্কুল বিমুখ হওয়ার আর একটি কারণ। নিয়ম অনুযায়ী ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকিলেও প্রকৃপক্ষে বর্তমানে ১১৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ১ জন শিক্ষক রহিয়াছে। উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় এখনও ১৭২৭ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। এখন মোট শিক্ষক আছেন ৩৮ হাজার ৪২৫ জন। ১৬টি জেলার মধ্যে ৪টি জেলায় জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নাই। একটি জেলাতেও সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নাই। ১২৪ জন থানা শিক্ষা কর্মকর্তার মধ্যে ২৪টি পদই শূন্য।